প্রথম আলো

তারিখ ... 15 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঘুষ দিলে উপবৃত্তির টাকা মেলে!

মাদারীপুর প্রতিনিধি ●

দালাল বা এজেন্টকে ঘুষ হিসেবে অর্ধেক টাকা না দিলে মাদারীপুরের সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজের হিন্দু শিক্ষার্থীরা হিন্দু তফসিলি উপবৃত্তির টাকা পান না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই বছরও টাকা না দেওয়ায় ওই কলেজের ২৩০ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা পাননি। এই ঘটনার প্রতিবাদ ও উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার দাবিতে ওই শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার কলেজ চত্বরে বিক্ষোভ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর হিন্দু শিক্ষার্থীরা 'হিন্দু তফসিলি উপবৃত্তি' পাওয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে পারেন। এ বছর মাদারীপুর সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ থেকে ২৭৬ জন শিক্ষার্থী ওই বৃত্তির টাকা পাওয়ার জন্য কলেজ অধ্যক্ষের মাধ্যমে আবেদন করেন। এর মধ্যে ৪৬ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা মঞ্জুর হয়ে আসে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা বৃত্তির টাকা পাননি।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, প্রত্যেক হিন্দু শিক্ষার্থীকে হিন্দু তফসিলি বৃত্তি হিসেবে বছরে এককালীন দুই হাজার ৬০০ টাকা দেওয়া হয়। এই বছর আবেদনকারীদের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী দালালদের এক হাজার ৩০০ টাকা দিয়েছেন, তাঁরাই উপবৃত্তির টাকা পেয়েছেন।

দালাল কারা এবং কীভাবে তাঁরা টাকা আদায় করেন—এই বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী এই দালালির কাজ করেন। তাঁরা ঢাকায় গিয়ে হিন্দু তফসিলি উপবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে চুক্তি করেন। এই দালালেরা যাঁদের নাম দেন, কেবল তাঁরাই উপবৃত্তির টাকা পান। টাকা পাওয়ার পর কলেজের ওই এজেন্টকে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীকে অর্ধেক টাকা দিতে হয়। তাঁরা আগে বা পরে কোনো একসময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাকা দিয়ে আসেন। যাঁরা দালালের মাধ্যমে অর্ধেক টাকা দিতে এই চুক্তি করেন না, তাঁরা উপবৃত্তির টাকা পান না।

কলেজের অধ্যক্ষ মো. আনীসুজ্জামান বলেন, 'বৃত্তির টাকা প্রদানের ব্যাপারে সব দায়দায়িত্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। কলেজ থেকে পাঠানো অল্প কয়েকজনের বৃত্তির টাকা মঞ্জুর হয়েছে। কেউ যদি দালালি করে কমিশন নিয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা এনে দিতে পারে, তাতে আমাদের করার কিছুই নেই।'